গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৪ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ১৩ - ১৯ জুলাই, ২০১২ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

মূল্যবৃদ্ধির চাপে জনজীবন বিপর্যস্ত

রাজ্য জুড়ে আন্দোলনে এস ইউ সি আই (সি)

খাদ্যদ্রব্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ৫ জুলাই কলকাতায় খাদ্যদপ্তরে বিক্ষোভ দেখাল এস ইউ সি আই (সি) কলকাতা জেলা কমিটি। এদিন বেলা ১ টায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে জেলা কমিটির সদস্যদের নেতৃত্বে মিছিল খাদ্যদপ্তরে যায়। এদিন বিধানসভাতেও বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি জেলায় জেলায় এই বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে।

রাজ্য কমিটি এক প্রচার পত্রে বলেছে, বিগত ৩৪ বছর রাজ্যের সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালেও এ রাজ্যে মূল্যবৃদ্ধি রোধে কোনও রকম কার্যকরী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এমনকী এ বিষয়ে তাদের কোনও উদ্বেগ এবং উদ্যোগও দেখা যায় নি। রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হলেও এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। বরং মূল্যবৃদ্ধি দিনে দিনে আরও ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। বর্তমান রাজ্য সরকারেরও জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রতিবাদ বিধানসভাতেও — চারের পাতায়

নিত্যপণ্যের বাজার যে অগ্নিমূল্য তা রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন দূরের কথা, মন্ত্রী বিবৃতিতে বলছেন, 'মারাত্মক কিছু নয়, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে যতটা হইচই করা হচ্ছে বাস্তবে পরিস্থিতি ততটা খারাপ নয়।' কোনও দায়িত্বশীল সরকারের মন্ত্রী এ রকম মন্তব্য করতে পারেন না।

স্বাভাবিক ভাবেই সরকারের ভূমিকায় মানুষ ক্ষুব্ধ। এস ইউ সি আই (সি) মনে করে একটা সরকার ন্যূনতম মানবিক হলে জনগণকে খাওয়াবার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। বাঁচার অধিকার কথাটির কার্যকরী অর্থ হল খাদ্যের দাম ধনী-গরিব নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা। কিন্তু এক্ষেত্রে কী কেন্দ্র,

চারের পাতায় দেখুন

কলকাতা জেলা কমিটির ডাকে ৫ জুলাই রাজ্য খাদ্যদপ্তরে বিক্ষোভ

সরকার ফাটকাবাজদের গ্রেপ্তার করুক

সৌমেন বসু

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি রোধে রাজ্য সরকার যে টাস্ক ফোর্স গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমরা মনে করি তার মাধ্যমে সবজি সহ নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দাম কমানো যাবে না। ৩ জুলাই এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু এক বিবৃতিতে একথা বলেন। তিনি আরও বলেন, বিগত দিনে কংগ্রেস, সিপিএম সহ এ দেশে যে সমস্ত দল যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, তারা মুনাফাখোর, কালোবাজারি, ফাটকাবাজ এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের বেপরোয়া লুঠের সুযোগ করে দিয়ে জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে, আর বিবৃতিতে দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সেক্ষেত্রে বিগত সময়ে আমাদের দল বারবার যেসব দাবি তুলেছে এবং সেই দাবিতে আন্দোলন চালিয়েছে এবং আজও আমরা বর্তমান সরকারের কাছে সেই দাবি জানাচ্ছি।

আমাদের দাবি

১) অবিলম্বে খাদ্যদ্রব্য সহ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের দাম কমাতে সরকারকে কার্যকরী উদ্যোগ নিতে হবে।

২) খাদ্যদ্রব্যের পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে হবে।

৩) মজুতদারি, কালোবাজারি ও ফাটকাবাজি বন্ধ করতে হবে।

৪) সমস্ত মজুত উদ্ধার করে ন্যায্য দামে সাধারণ মানুষকে দিতে হবে।

৫) অবিলম্বে নতুন রেশন কার্ড ইস্যু করে পুরানো সমস্ত কার্ড বাতিল করতে হবে, প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস রেশন মারফৎ জনসাধারণকে সরবরাহ করতে হবে।

প্রতিবাদীকে হত্যা করা যায়, প্রতিবাদকে নয়

সুটিয়া প্রতিবাদী মঞ্চের সম্পাদক, আদর্শনিষ্ঠ অসমসাহসী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস দুষ্কৃতীদের আক্রমণে নিহত হলেন। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার গোবরডাঙা স্টেশনের কাছে প্রকাশ্যে ক্রিমিনালরা তাঁকে গুলি করে খুন করে গত ৫ জুলাই। ৩৭ বছরের যুবক কলকাতার মিত্র ইন্সটিটিউশন স্কুলের শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস ছিলেন কুখ্যাত সুটিয়া গণধর্ষণ মামলার অন্যতম সাক্ষী, যে মামলায় ইতিমধ্যেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে সুশান্ত চৌধুরী, বীরেশ্বর ঢালি, ইত্যাদির মতো কুখ্যাত ক্রিমিনালদের। এদের শাগরেদরাই শাস্তি এড়াতে বরুণ বিশ্বাসকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ।

যে কোনও মুহূর্তে ভয়ঙ্কর আক্রমণ আসতে পারে, জানা ছিল বরুণবাবুর। পুলিশকে তা জানিয়েও ছিলেন। কিন্তু কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি পুলিশ। এমনকী এই নৃশংস হত্যার পরেও, সব কিছু জানা থাকা সত্ত্বেও সমস্ত ক্রিমিনালকে পুলিশ এখনও গ্রেপ্তার করেনি। ৫ তারিখের ঘটনার পর তাই ক্ষোভের বন্যা বাধা মানেনি সুটিয়াবাসীর। নরপিশাচ ক্রিমিনালদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে অত্যাচারের মোকাবিলা করার সাহস তাঁদের জুগিয়েছিলেন যে মানুষটি, পুলিশ-প্রশাসনের অপদার্থতায় তাঁর এই নৃশংস হত্যাকে ধিক্কার জানাতে দলে দলে গিয়ে পরদিন ভোররাত থেকে থানা ঘেরাও করেন তাঁরা, বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ১০ ঘন্টা ধরে রাস্তা অবরোধ করে রাখেন। সুটিয়া বাজারে পালিত হয় স্বতঃস্ফূর্ত বনধ। ঘরে ঘরে সেদিন অরন্ধন। ৭ জুলাই ময়না তদন্তের পর বরুণবাবুর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ যখন তাঁর কর্মক্ষেত্র মিত্র ইন্সটিটিউশনের প্রাঙ্গনে আনা হল তখন সেখানে অসংখ্য ছাত্র, শিক্ষক

সাতের পাতায় দেখুন

প্রতিবাদী আদর্শ শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস স্মরণে ৯ জুলাই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শোকবেদি নির্মাণ করে শ্রদ্ধা জানায় এস ইউ সি আই (সি) ও গণসংগঠনগুলি

সর্বহারার মহান নেতা

কমরেড শিবদাস ঘোষ

স্মরণ দিবসে

৫ই আগস্ট

সমাবেশ

***বক্তা ঃ* কমরেড প্রভাস ঘোষ**

***সভাপতি ঃ* কমরেড সৌমেন বসু**

রানি রাসমনি অ্যাভিনিউ

বিকাল - ৪টা

পার্টটাইম শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ওপর লাঠিচার্জ

পার্ট-টাইম স্কুল টিচার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনর পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবি জানানোর উদ্দেশ্যে ১৯ জুন পূর্বঘোষিত সূচি অনুসারে অবস্থান শুরু হয় বিকাশ ভবনের সামনে বিধানচন্দ্র রায়ের মূর্তির পাদদেশে। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের স্বীকৃতি ও স্থায়ীকরণের দাবিতে শান্তিপূর্ণ অবস্থান চলাকালীন তাঁদের উপর অমানবিক পুলিশি হামলা ও লাঠিচার্জ করা হয় এবং ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গড়িয়ায় শিক্ষা কনভেনশন

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবাধ প্রমোশন নীতি প্রত্যাহার, লটারি নয়, সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা প্রভৃতির দাবিতে ৩০ জুন গড়িয়া আঞ্চলিক সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে এক শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় বালিয়া নফরচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ে। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক অখিল রঞ্জন পড়ুয়া। অধ্যাপক, ডাক্তার, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ছাত্র-ছাত্রী মিলিয়ে শতাধিক ব্যক্তি উক্ত কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন।

সেভ এডুকেশন কমিটির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কানাইলাল দাস বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার পরিবর্তনকামী জনমত উপেক্ষা করে পূর্ববর্তী সরকারের মতো শিক্ষার অধিকারি আইন (২০০৯)-এর দোহাই দিয়ে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একের পর এক শিক্ষা সংহারক সিদ্ধান্ত যেভাবে নিয়ে চলেছে তা বেদনাদায়ক। এর ফলে শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের দিকে ঠেলে দেবে। তিনি এই সিদ্ধান্ত প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষা আন্দোলন সংগঠিত করার আহ্বান জানান। এছাড়া শিক্ষক মদনমোহন দাস, শিক্ষক কালোবরণ রায়, অধ্যাপক দুর্গাশঙ্কর রথ, শিক্ষিকা মাধুরী মন্ডল কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন। অখিল রঞ্জন পড়ুয়া বলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা কী শিখল তা যাচাই করার জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং পাশ-ফেল প্রথা থাকা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা তুলে দিলে শিক্ষার মানের অবনমন ঘটবে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

১ জুলাই জয়নগরে প্রোগ্রেসিভ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও আলোচনাসভায় অংশগ্রহণকারীরা। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে ১৯টি সঙ্গীত গোষ্ঠী অংশগ্রহণ করে।

রানাঘাটে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের ডেপুটেশন

রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে দুর্নীতি ও রোগীদের প্রতি চরম অবহেলার বিরুদ্ধে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন রানাঘাট শাখার উদ্যোগে ২৮ জুন হাসপাতালের সুপারের কাছে ২৩ দফা দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ সত্যজিৎ রায়, সম্পাদক শীতল দে। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট আইনজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষক ও রিক্সা শ্রমিক।

হাসপাতালের সুপার দাবিগুলি সমর্থন করেন এবং কয়েকটি দাবি ২/১ মাসের মধ্যে বাস্তবায়িত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

জেলায় জেলায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আন্দোলন

কোচবিহার ঃ বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মাশুল বৃদ্ধি ও লোডশেডিং-এর বিরুদ্ধে সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির কোচবিহার শাখার পক্ষ থেকে ২৮ জুন কোচবিহার শহরের কাছারি মোড়ে দুই শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হন। বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকার জেলা কমিটির সভাপতি সমীর গুহ মজুমদার, অন্যতম সহ সভাপতি তাপস চৌধুরী ও অনিল দেব শর্মা, সম্পাদক কাজল চক্রবর্তী, ভোলা সাহা, মানিক বর্মন ও নারায়ণ মজুমদার প্রমুখ।

পিংলা ঃ বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ চালু করে বিদ্যুৎকে কোম্পানিকরণের প্রতিবাদে, এমভিসিএ-র নামে প্রতি মাসে দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৭ জুন পিংলা কৃষ্ণকামিনী উচ্চ বিদ্যালয়ে অ্যাবেকার ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ব্লকের ১০টি অঞ্চল থেকে পাঁচ শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলনে উপস্থিত হয়। সম্মেলন থেকে শক্তিপদ ভঞ্জ, কালিপদ দিন্ডা, চণ্ডী হাজরাকে যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ করে ৪৫ জনের ব্লক কমিটি গঠন করা হয়।

নন্দীগ্রাম ঃ বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি, লো ভোল্টেজ ও লোডশেডিং-এর প্রতিবাদে ১৮ জুন নন্দীগ্রাম বিল কালেকশন অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা স্টেশন ম্যানেজারের কাছে দাবিপত্র পেশ করেন। প্রতিনিধিরা জানান যে নন্দীগ্রামের অনেক মৌজায় এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন জানানোর পর ৬ মাস কেটে গেলেও নতুন করে সংযোগ দেওয়া হয়নি। এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন নন্দ পাত্র, মনোজ দাস, দোলন মিশ্র, সেখ কাজেহার প্রমুখ।

এ আই কে কে এম এসের পুরুলিয়া জেলা কনভেনশন

২৫ জুন পুরুলিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে পাঁচ শতাধিক কৃষক ও খেতমজুর মিছিল করে কালীপুরের হাটের মোড়ে প্রকাশ্য সমাবেশে যোগদান করেন। সেখানে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি)-র জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য, এ আই কে কে এম এসের রাজ্য সম্পাদক কমরেড পঞ্চানন প্রধান এবং নন্দীগ্রাম আন্দোলনের অন্যতম নেতা কমরেড নন্দ পাত্র। বক্তারা জেলার খরা সমস্যা সমাধানে স্থায়ী সেচ ব্যবস্থা, সার-বীজ-কীটনাশকের মূল্যবৃদ্ধি রোধ, ফসলের ন্যায্যমূল্য, নতুন রেশন কার্ড, সমস্ত গরিব মানুষের বিপিএল কার্ড এবং জব কার্ড হোল্ডারদের ২০০ দিনের কাজ ও ২০০ টাকা মজুরির দাবিতে জেলা জুড়ে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সভাপতিত্ব করেন এ আই কে কে এম এসের জেলা ইনচার্জ কমরেড সীতারাম মাহাত। কাশীপুর কমিউনিটি হলে প্রতিনিধি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড মোহন মাহাতকে সভাপতি, কমরেড সীতারাম মাহাতকে সম্পাদক এবং কমরেড অনিল বাউরিকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৫ জনের জেলা কমিটি এবং ৩৬ জনের জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়।

'নার্সেস ইউনিটি'র উদ্যোগে আলোচনা সভা

রোগীর স্বার্থে নয়, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যবসায়ীদের মুনাফার স্বার্থে — ২২ জুন এস এস কে এম হাসপাতালের রিক্রিয়েশন হলে 'নার্সেস ইউনিটি'-র উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনাচক্র থেকে উচ্চারিত হল এ কথা। এ দিনের আলোচনার বিষয় ছিল 'বর্তমান প্রযুক্তি নির্ভর চিকিৎসা বিজ্ঞানে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল প্রদর্শিত পথের প্রাসঙ্গিকতা।'

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এসএসকেএম হাসপাতালের নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট মিনাক্ষী দাস পাল, এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালের ডেপুটি নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট যমুনা জানা, ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক ও হাসপাতালের নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট মহুয়া মাইতি, এসএসকেএম হাসপাতালের নার্সিং স্টাফ নমিতা হালদার। সঞ্চালনা করেন নার্সেস ইউনিটি-র রাজ্য সভানেত্রী প্রীতি তারণ। সংগঠনের রাজ্য সহ-সম্পাদিকা ভাস্বতী মুখার্জী তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে আজকের দিনে নার্সিং নৈতিকতা চর্চার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

বিভিন্ন হাসপাতালের নার্সিং স্টাফ থেকে শুরু করে ওয়ার্ড সিস্টার, ডেপুটি নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট, সিস্টার টিউটর, নার্সিং ছাত্রী সহ শতাধিক নার্সিং কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্য সম্পাদিকা পার্বতী পাল বলেন, দেশের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক সংকট ভয়ঙ্কর। চিকিৎসা পরিষেবাও এই সংকটে আবর্তিত। সমস্ত সরকারই পরিকল্পিতভাবে মেডিকেল এথিক্স এবং নার্সিং এথিক্সকে ধ্বংস করে চলেছে।

কোচবিহারে ছাত্র বিক্ষোভ

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়া এবং ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদে ও মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পাশ সকল ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির দাবিতে ২৯ জুন এ আই ডি এস ও'র হলদিবাড়ি লোকাল কমিটির নেতৃত্বে বিডিও দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ঘোকসাডাঙাতে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে না পারা ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ও বালিকা বিদ্যালয়টিকে উচ্চমাধ্যমিকে উন্নীত করার দাবিতে ২৮ জুন মাথাভাঙা ব্লক-২-এর বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিডিও সকল ছাত্রের ভর্তির আশ্বাস দেন।

কৌশিক বসুরা হঠাৎ এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেন কেন

কে কৌশিক বসু? ভারতের নব্বই শতাংশ মানুষই তাঁর নাম জানতেন না। অথচ এখন প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্র খুললেই এই নাম প্রথম পাতায় এবং ক্রমাগত বিশেষণে বিভূষিত হতে হতে আজ তিনি ভারতের সর্বোত্তম অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞে পরিণত হয়ে প্রায় ত্রাতার ভূমিকায়। তিনিই নাকি এখন সঙ্কটগ্রস্ত ভারতীয় অর্থনীতিকে মুক্তির পথ দেখাচ্ছেন। ভারত সরকারের অর্থদপ্তরের প্রধান উপদেষ্টাকে এ ভাবে 'পরিত্রাতা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ করানোর পিছনকার কারণটা কিন্তু রাজনৈতিক মতলব।

ভারতীয় অর্থনীতির ফানুস ফুটো হয়ে গেছে। কৃষি ডুবছিলই, এখন উৎপাদন শিল্পও নিম্নমুখী। বাকি রয়েছে সাধের আই টি ক্ষেত্র। এটাও প্রধানত দাঁড়িয়ে আছে বিদেশ থেকে অর্ডার পাওয়ার উপর। মন্দা এখন যেভাবে আমেরিকা-ইউরোপকে গ্রাস করেছে, চাকরির দাবিতে হাজারে হাজারে শ্রমিক-কর্মচারী যেভাবে রাস্তায় নামছে, আমেরিকার বুকে যেভাবে আউটসোর্সিংয়ের (বাইরে কাজ চালান দেওয়ার) বিরুদ্ধে ব্যাপক আওয়াজ উঠেছে, তাতে বিদেশ থেকে পাওয়া আই টি অর্ডারে ইতিমধ্যেই ভাটার টান দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ পরিস্থিতি এক্ষেত্রেও ভালো নয়। এ দিকে দেশের মধ্যে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিরাও বায়না ধরেছে, ব্যাঙ্ক ঋণের সুদ না কমালে তাদের অবস্থা সঙ্গীন। ও দিকে মুদ্রাস্ফীতির ক্রমাগত বৃদ্ধিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। কমরেড শিবদাস ঘোষ একেই বলেছিলেন পুঁজিবাদের 'এ-বেলা ও-বেলার সঙ্কট'। রোগীর নাড়ি সকালে পাওয়া যায় তো বিকালে পাওয়া যায় না।

ভারতের শেয়ার বাজারে ১৯৯০-এর পর থেকে হু হু করে ঢুকেছিল ফাটকা পুঁজি। 'টেলিকম বিপ্লব' আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজিকে সুযোগ করে দিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারে ফাটকা পুঁজির লেনদেনে। ভারতীয় বাজারে মন্দার হাওয়া প্রবল হতেই সেই হট মানি বা ফাটকা পুঁজি ঝাঁকে ঝাঁকে পালাতে শুরু করে। এদেশ থেকে তাদের ডলার তুলে নেওয়ার তাগিদে বাজারে ডলারের জোগানের সঙ্কট যত বাড়ে, টাকার দাম ততই কমতে থাকে। স্মরণ করুন, শেয়ার বাজারে হু হু করে বিদেশি পুঁজির আগমনকেই কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতির শক্তি ও উন্নয়নের মানদণ্ড হিসাবে দেখানো হয়েছিল। যে সব রেটিং সংস্থা এখন ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে নেতিবাচক ভবিষ্যৎবাণী করছে, এরাই সেদিন ভারতীয় অর্থনীতিকে প্রবল শক্তিশালী বলে বাজার গরম করে দিয়েছিল এবং তা দেখিয়ে আমাদের রাষ্ট্রকর্তারা বুক ফুলিয়ে উন্নয়নের দামামা বাজিয়েছিলেন। এবং তাদের 'সংস্কার নীতি' অর্থাৎ খোলা বাজারের নয়া উদারবাদী নীতি কী রকম সোনা ফলাচ্ছে, তা দেখিয়ে নিজেদের 'কীর্তি'তে নিজেরাই আহ্লাদিত হচ্ছিলেন।

কেন এই অবস্থা হল ভারতীয় অর্থনীতির? যারা ক্ষমতায় আছে এবং যে আমলাকুল প্রশাসন চালায় তারা কেউ কখনও স্বীকার করবে না যে, এটা আসলে ভারতীয় আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থাটির আভ্যন্তরীণ সংকট, যাকে আমরা বলি পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাটিরই সঙ্কট। তাই এরা কখনও ভারতীয় অর্থনীতির সংকটের জন্য আমেরিকার অর্থনীতিকে দায়ী করে, কখনও ইউরোপের সঙ্কটকে দায়ী করে, অর্থাৎ দেখায় — সব কারণটাই বাইরের, যেন দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাটির কোনও সঙ্কট নেই।

কিন্তু এই চর্বিত-চর্বণ আর চলছে না। এই সময়ই নিয়ে আসা হল সরকারি নীতির পঙ্গুত্বের তত্ত্ব। কী সেটা? না, কেন্দ্রীয় সরকার অর্থনীতির ক্ষেত্রে দৃঢ় হাতে আরও সংস্কার কার্যকর করতে পারছে না। কী সেই সংস্কার? খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজিকে আরও উদারভাবে ঢুকতে দিতে হবে, ব্যাঙ্ক-বিমাকে বিদেশি পুঁজির জন্য আরও বেশি খুলে দিতে হবে। এর পক্ষে প্রচার তুঙ্গে তুলে এখন প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মতো দাঁড় করানো হয়েছে যে, খুচরো ব্যবসাকে বিদেশি পুঁজির জন্য খুলে না দেওয়াটাই রয়েছে দেশের সমস্ত আর্থিক সঙ্কটের মূলে।

কিন্তু এ নিয়ে ক্ষমতাসীন ইউ পি এর মধ্যেই বিরোধ দেখা দিয়েছে। ইউ পি এ-র কিছু শরিক খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশের বিরোধী, তা সে যে কারণেই হোক। এই পরিস্থিতিতেই কৌশিক বসুদের মঞ্চে অবতরণ। দেশের 'এক নম্বর অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ' মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী পদে থাকার পরেও হঠাৎ অর্থমন্ত্রকের উপদেষ্টা কৌশিক বসুকে সামনে আনা হল কেন? আসলে প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রী-নেতাদের বিশ্বাসযোগ্যতা জনগণের কাছে আজ আর নেই বললেই চলে। উন্নয়নের নামে এঁরা ক্রমাগত এত ভাঁওতা দিয়েছেন যে, এঁদের বাণীতে মানুষ আর ভুলছে না। তাই সংস্কার নামক বিষ বটিকাটি মধু মাখিয়ে জনগণকে গেলাতে সামনে আনা হচ্ছে বিশেষজ্ঞ নামধারী এই সব আমলাদের। কৌশলটা হল, জনগণকে দেখানো যে এঁরা কোনও রাজনৈতিক দলের লোক নন, অর্থনীতির নির্ভেজাল বিশেষজ্ঞ। দেশের অর্থনীতির ভালোমন্দ ছাড়া এঁরা যেন আর কিছু ভাবেন না। ফলে, এরকম একজন ব্যক্তি যখন খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজির প্রবেশকে সর্বরোগহর দাওয়াই হিসেবে দেখাচ্ছেন তখন সেটা সত্য হতেই হবে। আর এক আমলা রঙ্গরাজন বলছেন, বৃদ্ধির চাকায় গতি আনতে হলে রান্নার গ্যাস, ডিজেল, সারে ভরতুকি কমাতে হবে। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রাক্তন আমলা মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া, যাঁর দপ্তরের দুটি বাথরুম সংস্কারের জন্য ব্যয় করা হয়েছে ৩৫ লক্ষ টাকা, তিনি এখন উপদেশ দিচ্ছেন, ব্যাঙ্ক-বিমা ক্ষেত্রকে বিদেশি পুঁজির লগ্নির জন্য আরও খুলে না দিলে দেশের গতি নেই।

খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রটি বিদেশি পুঁজির জন্য খুলে দিলে জনগণের তাতে কী উপকার হবে? কর্মসংস্থান বাড়বে? ওয়ালমার্টের মতো মার্কিন হাঙররা ঢুকলে খুচরো ক্ষেত্রে যে লক্ষ লক্ষ ছোট ব্যবসায়ী এবং কর্মচারী রুজি হারিয়ে বেকার হবে, তার তুলনায় কর্মসংস্থান হবে নামমাত্র। ইতিমধ্যেই বিগ বাজারের মতো দেশীয় বৃহৎ পুঁজি, বা নানা নামধারী শপিংমলগুলি যারা ইতিমধ্যেই খুচরো বাজারে জাঁকিয়ে বসেছে, তার দ্বারা কেমন কর্মসংস্থান হয়েছে? সেগুলিতে কাজ করে চার হাজার, পাঁচ হাজার টাকার কিছু কর্মচারী, যাদের বারো ঘণ্টা, চোদ্দ ঘণ্টা খাটানো হয়। আর তার থেকেও ন্যূনতম মাইনেতে আরও কিছু বেসরকারি সিকিউরিটির কাজ জুটেছে। এই তো কর্মসংস্থানের বহর। বিদেশি পুঁজি এই ক্ষেত্রে ঢুকলে আর কোন 'অলৌকিক' ব্যাপার ঘটে যাবে?

ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে ৫ জুলাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরমের কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে। খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজির পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, **"বহু ভারতীয় লগ্নিকারী বিপুল পুঁজি নিয়ে বসে আছেন, কিন্তু বিনিয়োগের জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না। সুযোগ পেলে ওই ভারতীয় লগ্নিকারীরা বিদেশি সংস্থার হাত ধরে খুচরো শিল্পে লগ্নি করতে পারেন।"** অর্থাৎ ভারতীয় একচেটে পুঁজিপতিরা বিনিয়োগ করার ক্ষেত্র পাচ্ছে না। খুচরো ব্যবসায় আলু-পটল-জামাকাপড়-মশলা-আনাজ এ সব ক্ষেত্রে খুলে না দিলে তাদের পুঁজি অলস হয়ে আছে। ভারতবাসী শুনুন, দেশে এত প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসম্পদও বিপুল। প্রযুক্তির অভাব নেই। তবুও ভারতীয় পুঁজিপতিরা পুঁজি লগ্নি করার জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। এতদিন আপনাদের বলা হয়েছে ভারতের শিল্পোন্নয়ন ঘটছে না পুঁজির অভাবের জন্য। কথাটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা বহু বছর আগেই বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি কর্তাদের উদ্দেশে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তোমরা বলছ পুঁজির অভাব, তাহলে পুঁজি অলস হয়ে থাকছে কেন? শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতার পুরো ব্যবহার হচ্ছে না কেন? এটা দেখিয়েই তিনি বলেছিলেন, ভারতে শিল্প সংকটের জন্য দায়ী পুঁজির স্বল্পতা নয়, দায়ী ভারতের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা ব্যাপক জনগণের ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি করতে পারছে না।

দেশের বড় বড় একচেটে পুঁজিপতিরা উৎপাদনের নানা ক্ষেত্র বাদ দিয়ে হঠাৎ খুচরো ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে চাইছে কেন? এইখানেই রয়েছে আসল রহস্য। তা হল, উদারনীতি বলে এতদিন ধরে যে নীতি সরকারগুলো নিয়েছে, তা শুধুমাত্র দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি এবং মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্তদের স্বার্থ উদারভাবে রক্ষা করেছে, শুধুমাত্র তাদেরই উন্নয়ন ঘটিয়েছে। আর পুঁজির নির্মম শোষণে ব্যাপক সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কার্যত নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। তাই দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে তীব্র সঙ্কট। মানুষের কেনার ক্ষমতা নেই। তাই অলস একচেটিয়া পুঁজি এখন ঢুকতে চায় খুচরো ব্যবসায়। তাতে হাজার হাজার খুচরো ব্যবসায়ী পথের ভিখারি হলেও তাদের যায় আসে না।

একই ভাবে, রান্নার গ্যাস, ডিজেল, সারে ভরতুকি তুলে নিলে কী হবে? রান্নার গ্যাসের দাম বাড়বে, যা সাধারণ মানুষের উপর এক আর্থিক ধাক্কা হিসাবে নেমে আসবে। ডিজেলের দাম বাড়লে গণপরিবহণে ব্যয় বাড়বে, যা শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষকেই বইতে হবে। সারের দাম বৃদ্ধি এমনিতেই ধুঁকতে থাকা কৃষিব্যবস্থাকে সঙ্কটগ্রস্ত করেছে, আরও দাম বাড়ালে চাষির ও চাষের সঙ্কট আরও বাড়বে। চাষের ন্যূনতম খরচও তুলতে না পেরে দেশে যে লক্ষ লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করছে, সেই সংখ্যা আরও বাড়বে। ব্যাঙ্ক বিমা পেনশন ক্ষেত্রেও বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ দেশীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থই রক্ষা করবে। সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত সঞ্চিত অর্থ নিয়ে বাস্তবে চলবে জুয়া খেলা।

ফলে এ কথা বুঝতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞের তকমা লাগিয়ে তথাকথিত নিরপেক্ষ কৌশিক বসুদের সামনে এগিয়ে দিচ্ছে দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই। যাতে খুচরো ব্যবসায় দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির পক্ষে জনমতকে দাঁড় করানো যায়। আশা করব, 'সংস্কার','উন্নয়ন','জিডিপি বৃদ্ধি' প্রভৃতি বুলিতে বারবার ঠকে যাওয়া জনগণ কৌশিক বসুদের মতো একচেটিয়া পুঁজির উকিলদের কথায় আবার ভুলবেন না।

বর্ধমানে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের বিক্ষোভ

বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। দীর্ঘদিন শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ হচ্ছে না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অপারেশন করানোর জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। বহুমূল্য সি টি স্ক্যান মেশিন ২ বছর ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। বিদ্যুৎ বিপর্যয় মোকাবিলায় কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নেই। রক্ত এবং জীবনদায়ী ওষুধ ও পথ্যের সরবরাহ নামমাত্র। এই সমস্যা সমাধানের দাবিতে, সম্প্রতি এই হাসপাতালের কার্ডিওলজি, নিউরোলজি, ইউরোলজি ও নেফ্রোলজির মতো চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগকে পিপিপি মডেলে তৈরি অনাময় সুপার স্পেশালিটি উইং হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবং অব্যবস্থাগুলির প্রতিকারের দাবিতে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলার মানুষ ২১ জুন সুপারের অফিসে ডেপুটেশন দেন। কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

ভ্রম সংশোধন

গণদাবীর ২৯ জুন-৫ জুলাই সংখ্যায় 'সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে নাগরিক জীবন' প্রবন্ধের দ্বিতীয় কলামে '১,৪০,০০০ শিল্প' বলে যা লেখা হয়েছে, সেটা হবে সোভিয়েট রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে অ-সরকারি মালিকানায় ১,৪০,০০০ কারখানা (নন গর্ভনমেন্টাল ওয়ার্কশপ) গড়ে উঠেছিল, যেখানে ২০ লক্ষের বেশি কর্মসংস্থান হয়েছিল।

কৃষিবিপনন মন্ত্রীর কথা সমর্থন করা যায় না
বিধানসভায় কমরেড তরুণ নস্কর

মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে ২ জুলাই এস ইউ সি আই (সি) বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর বিধানসভায় বলেন, সবজি থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি আকাশছোঁয়া। মুখ্যমন্ত্রী বাজারে ঘুরে বোঝার চেষ্টা করছেন কীকরে দাম এত বাড়ছে। গত বছরও উনি একই কাজ করেছিলেন। তাতে কি দাম কমল? আমি কয়েকদিন আগেই বলেছিলাম কৃষি বিপণন মন্ত্রী 'মূল্যবৃদ্ধি হয়নি' বলে এই হাউসে যা বলেছিলেন তার সঙ্গে আমি একমত নই। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী এক কথা বলছেন, ওঁর কৃষি বিপণন মন্ত্রী এই বিষয়ে অন্য কথা বলেছেন। ফোড়েদেরই নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি। মুখ্যমন্ত্রী গতবছর টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিলেন — তা কি কাজ করল? গত বছরই এই হাউসে আমিও বলেছিলাম, এই ভাবে মূল্যবৃদ্ধি রোখা যাবে না। সরকার যদি নিজেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ না কেনে ও তা নিজেই ন্যায্য মূল্যে বিক্রি না করে তাহলে এই ব্যবস্থায় মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা যাবে না। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যই একমাত্র রাস্তা। এর মধ্য দিয়ে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি রোখা যাবে, চাষিও ফসল বিক্রি করে উচিত মূল্য পাবে এবং জনসাধারণও ন্যায্য মূল্যে জিনিস কিনতে পারবে।

'প্রমিথিউসের পথে'র ভগিনী নিবেদিতা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসাতের নেতাজী ইনস্টিটিউটের অনুষ্ঠানে নিবেদিতার জীবনসংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেন এস ইউ সি আই (সি) পলিটব্যুরোর সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী। তাঁর ডাইনে প্রমিথিউসের পথে'র সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ এবং বামে অনুষ্ঠানের সভাপতি কমরেড দুলাল চক্রবর্তী।

মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ

একের পাতার পর

কী রাজ্য, কী নানা রঙের বিগত ও বর্তমান সরকার কেউই দায়িত্ব পালন করেনি। এই অবস্থায় প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া জনগণের সামনে বিকল্প কোনও পথ নেই। কমরেড সৌমেন বসু বলেন, রাজ্য সরকারই বলছে শাকসবজির এত ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির জন্য ফড়েরা দায়ী। অথচ তা নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। শুধু তাই নয়, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির চাপে সাধারণ মানুষের জীবন যখন জেরবার, তখনও কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোপণ্যের দাম বাড়াচ্ছে, সার-বীজের মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। যার প্রভাবে মূল্যবৃদ্ধি আরও ব্যাপকভাবে ঘটছে। বর্তমানে যে দুঃসহ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, কোনও সরকার জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল হলে চোখ বুজে বসে থাকতে পারে না। তিনি বলেন, আমরা এর বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় আন্দোলন শুরু করেছি। আন্দোলন চালিয়ে যাব।

৪ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বারুইপুরে এস ডিও অফিসের সামনে আইন অমান্য কর্মসূচি পালিত হয়। বৃষ্টির মধ্যেও ৫ শতাধিক মানুষ বারুইপুর রেলস্টেশনের পাশে এসে সমবেত হন। সেখানে এক সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস সনাতন দাস, দিব্যেন্দু মুখার্জী ও সঞ্জয় মণ্ডল। এই আইন অমান্যের প্রস্তুতিতে জেলার বিভিন্ন জায়গায় পথসভা, প্রচারসভা করা হয়। ৬ জুলাই উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাসের নেতৃত্বে জেলা শাসক দপ্তর অভিযান হয়। শত শত মানুষ এদিন বারাসাত স্টেশনে এসে সমবেত হন, সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সভা হয়। কমরেড অমল সেনের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল ডি এম দপ্তরে ডেপুটেশন দেয়।

হাওড়া

কালোবাজারি ও ফড়েচক্র বন্ধের দাবিতে ৬ জুলাই নদীয়া জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে মিছিল জেলাশাসক দপ্তরে পৌঁছাতেই পুলিশ বাধা দেয়। কমরেড জাকিমুদ্দিন শেখের নেতৃত্বে জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড প্রবীর দে, মহিউদ্দিন মণ্ডল।

৬ জুলাই মুর্শিদাবাদের বহরমপুরেও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, কালোবাজারি-মজুতদার-ফাটকাবাজদের বিরুদ্ধে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা, ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সস্তাদরে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বন্টনের সরকারি ব্যবস্থাপনা, খাদ্যদ্রব্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করা, আর্সেনিকমুক্ত পানীয়জল সরবরাহের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি দাবিতে মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে একটি সুসজ্জিত বিক্ষোভ মিছিল খাগড়া চৌরাস্তার মোড় থেকে শুরু হয়ে বহরমপুর শহর পরিক্রমা করে জেলা শাসকের অফিসের সামনে এলে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড স্বাধন রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড খাদিজা বানু, শিবাজী সরকার এবং কমরেড রফিকুল ইসলাম। মূল্যবৃদ্ধির প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের অপদার্থতাকে ধিক্কার জানিয়ে তাঁর কুশপুতুল পোড়ানো হয়।

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

৫ জুলাই বীরভূমের সিউড়িতে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করা হয়। অবরোধে বহু সাধারণ মানুষও যোগ দেন। পরে জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। জেলা জুড়ে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চলে।

উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টির জন্য আন্দোলনের কাজে বিঘ্ন ঘটলেও জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিক জানিয়েছেন রাজগঞ্জে ১০ জুলাই কৃষক সংগঠন এ আই কে কে এম এস বিক্ষোভ দেখাবে। তিনি জানান ১৩ জুলাই জলপাইগুড়ি শহরে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে গণঅবস্থানের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বালুরঘাটেও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমানের কার্জন গেটে ৪ জুলাই মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। হুগলির শ্রীরামপুরে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুরুলিয়াতেও বিক্ষোভের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ৭ জুলাই হাওড়ায় বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড দেবাশিস রায়।

এস ইউ সি আই (সি) মনে করে, টাস্ক ফোর্সের নামে টালবাহানা নয়, কালোবাজারি-মজুতদারদের কবল থেকে জনগণকে বাঁচাতে অবিলম্বে সরকার চাষিদের কাছ থেকে ফসল কিনুক এবং জনগণকে সুলভ মূল্যে তা বিক্রি করুক। সরকার চাষিদের কাছ থেকে সরাসরি ফসল না কেনার ফলে বারবার ফড়েরা ফসলের দাম কমিয়ে দিচ্ছে। চাষিরা সর্বস্বান্ত হচ্ছে। কোনও সরকারই জনগণকে বাঁচানোর কার্যকরী এই পথগ্রহণ করছে না। সরকার অবিলম্বে তা না করলে আন্দোলনের আগুন জ্বলবে।

ঘাটশিলায় কমসোমলের শিক্ষাশিবির

ঘাটশিলার মার্কসবাদ লেনিনবাদ শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলা থেকে নির্বাচিত ১৮৭ জন কিশোর কিশোরী সংগঠক-কর্মী অংশগ্রহণ করেছিল বিপ্লবী কিশোরবাহিনী কমসোমলের রাজ্য শিক্ষা শিবিরে। ২৯ জুন থেকে ১ জুলাই এই শিবির পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু। তিনি সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে মার্কসবাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গিকে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

আজকের পুঁজিবাদী সমাজ দেশবাসীকে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থসর্বস্ব, ভীরু, কাপুরুষ, মনুষ্যত্বহীন করে ফেলতে সবদিক থেকে চেষ্টা করছে। কিশোর কিশোরীদের ওপর এর সর্বনাশা প্রভাব পড়ছে। তাদের সুন্দর মনকে নষ্ট করে দিচ্ছে। নানা ক্লেদাক্ত ও নোংরা চিন্তায় ফুলের মতো সুন্দর কৈশোরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। কমরেড সৌমেন বসু তার মারাত্মক দিকটি সম্বন্ধে কিশোর কিশোরী কর্মী-সংগঠকদের সাবধান করে দেন। তিনি বলেন, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বিগত যুগের মনীষী ও বিপ্লবীদের জীবনের ব্যাপক চর্চা করার কথা বলেছেন।

শিবিরে বিভিন্ন জেলা থেকে কমসোমল কর্মীদের দ্বারা প্রকাশিত দেওয়াল পত্রিকা, কর্মীদের আঁকা ছবি, বিজ্ঞানের মডেল ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়। শরীর চর্চা, খেলা, পিটি ও ড্রিলের অনুশীলন হয়।

এস ইউ সি আই (সি) কোচবিহার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং দলের শরীর শিক্ষা ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কমরেড শঙ্কর গাঙ্গুলী কমরেড তপন সামন্ত ও পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা সম্পাদক কমরেড অমল মাইতি এবং সারা ভারত ডি এস ও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড কমল সাঁই উপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় পুঁজিও ইথিওপিয়া লুণ্ঠনের শরিক

নগর উন্নয়ন, গ্রাম উন্নয়ন, সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতি শব্দগুলো আজ সন্দেহজনক ও নির্মম কোনও বিপর্যয়ের প্রস্তুতিপর্বের জৌলুসপূর্ণ প্রকাশ। কোটি কোটি জনসাধারণের সামনে মোহিনী রূপে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি বিভিন্ন দেশের সরকারের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে এই সব শব্দগুচ্ছের আড়ালেই। অনেক রক্ত, অনেক মৃত্যু। অনেক ক্ষুধা ও সীমাহীন নির্যাতনের করুণ ইতিহাস এর পিছনে লুকিয়ে থাকে। লুকিয়ে রাখা হয় জনতার পাহাড় প্রমাণ অশিক্ষা, অজ্ঞতা, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কালো তালিকা। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের শোষণ লুণ্ঠন চালাতে ছলনার কতই নাম দিয়েছে। ভূপৃষ্ঠে এমনি করেই একদিন পরিচিত হয়ে উঠেছিল আফ্রিকা—'দি ডার্ক কনটিনেন্ট' হিসাবে। অর্থাৎ 'অন্ধকার মহাদেশ'। এই অন্ধকারই ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের চাপিয়ে দেওয়া আবরণ। সমস্ত অত্যাচারকে, তার বীভৎসতাকে আড়াল করার ষড়যন্ত্র। দিন বদলালেও, সেই অন্ধকার মহাদেশ আজ তথাকথিত সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা দ্বারা ধর্ষিতা। বিশ্বের বুকে এই রকম নির্যাতন, লুণ্ঠনের প্রাণান্ত এক আর্তনাদ হল 'ইথিওপিয়া' — হর্ন অব আফ্রিকার এক দেশ। 'দের্জ' রাজত্ব যা বহাল ছিল ১৯৯১ পর্যন্ত, ছিল বর্বরতার দীর্ঘ ইতিহাস। আর তারপর ইথিওপিয়ান পিপলস রেভোলিউশনারি ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট সরকারের আমল। 'দের্জ' রাজত্বে 'গুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্পায়িত' গ্রামে, লক্ষ লক্ষ মানুষের পুনর্বাসনের অভিযান রূপান্তরিত হয় ''সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের '' নতুন বেশে।

উন্নয়ন প্রকল্প জোর দিয়ে নেওয়া হয়েছিল সেখানেই, যেখানে জমিতে ব্যাপক পুঁজি নিয়োগ ঘটছে অথবা ঘটানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শুনলে অবাক হতেই হয় যে, ২০০৮ সাল থেকে ইথিওপিয়া অন্ততপক্ষে ৩৬ লক্ষ হেক্টর জমি ২০১১-র জানুয়ারি পর্যন্ত লিজ দিয়েছে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে। জমির পরিমাণটা নেদারল্যান্ডসের মতো দেশের সমান। আরও ২১ লক্ষ হেক্টর ফেডারেল গভর্নমেন্টের ল্যান্ড ব্যাংক থেকে দেওয়া হয়েছে ২০১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। এইভাবে গ্যাম্বেলা-এর সমগ্র জমির ৪২ শতাংশই হয় লিজ দেওয়া হয়েছে না হয় দেওয়া হয়ে যাবে। আর এই বিশাল এলাকায় 'গ্রাম উন্নয়ন' ঘটছে বর্বর রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগ করে অগণিত মানুষকে ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করে।

ইথিওপিয়ার সরকারি হিসাবে ১৫ লক্ষ মানুষকে তারা ২০১৩ সালের মধ্যে মূল চারটি এলাকায় পুনর্বাসন দেবে। গ্যাম্বেলা, আফর, সোমালি এবং বেনিসনগুল গুমজ হল সেই সব এলাকা। গাম্বেলা — যেখানে একটু তৎপরতা একটু বেশি। ২০১০ সাল থেকে ২০১১-এর মধ্যেই ৭০ হাজার লোককে সরানো হয়েছে। পরিকল্পনার ৩ বছরের মধ্যেই ৪৫ হাজার বাড়িকে স্থানান্তরিত করার ছক আঞ্চলিক সরকারের। উদ্দেশ্য — 'জীবন যাপনের মৌলিক অধিকার' প্রতিষ্ঠা করা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন সংগঠিত করা। সবই 'জনগণের জন্য'। তাই জনগণ 'স্বেচ্ছায়' স্থান ত্যাগ করছে। সরকারি দাবি সেটাই। সরকারি দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়ে ব্যাপক সরেজমিন তদন্তের পর হিউম্যান রাইটস ওয়াচ নামে এক আন্তর্জাতিক সংস্থা যে গবেষণা পত্রটি প্রকাশ করেছে তার শিরোনামটিও ভয়ংকর চমকপ্রদ — এখানে মৃত্যুর প্রহর গোনা চলছে। সমীক্ষায় প্রকাশ, যারা প্রতিরোধ করতে চেয়েছে তাদের জুটেছে নিরাপত্তা রক্ষীদের হাতে শারীরিক নির্যাতন, হুমকি, মিথ্যা অভিযোগে ব্যাপক ধরপাকড়, এমনকী ধর্ষণ পর্যন্ত বাদ যায়নি। শুধু গত বছরেই ২০ জন নারী ধর্ষিতা হয়েছেন। সর্বত্র সন্ত্রাস, উত্তেজনা। এর মধ্যে দিয়ে উচ্ছেদ হওয়া মানুষকে যে এলাকায় ফেলা হয়েছে সেখানে না আছে খাদ্য ও শিক্ষা অর্জনের সুযোগ, না চিকিৎসা পাওয়ার বন্দোবস্ত। যদিও মৌলিক এই অধিকারগুলি সবাই ভোগ করবে, এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল। অথচ মহিলাদের জল আনতে হয় অনেক দূর থেকে। শিশুদের কোনও স্কুল নেই। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে সৈনিকরাও অত্যাচার করে দাবিয়ে রাখে বিক্ষুব্ধ মানুষ গুলোকে যারা তাদের সাবেকী জীবনধারায় জীবিকা অর্জন সহ নানা অধিকার সীমিত হলেও ভোগ করত, পেত চাষের ও পানের জন্য জল। যাদের পশুপালনের আর্থিক নির্ভরতা ছিল, পশুচারণের ভূমিও। পেত প্রথাগত বীজ, সার। তারা তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এমনই একজন মানুষ সৈনিকদের অত্যাচারে আহত বিপর্যস্ত হয়ে গর্জে উঠে বলেছে, ''সবাই শুনুক আমরা মরছি। মরবার জন্যই আমাদের এখানে এনে ফেলা হয়েছে। আমাদের ভিটে, আমাদের জমি, আমাদের জল সবই আজ তুলে দেওয়া হয়েছে বিদেশিদের কাছে। কোথাও আর যাওয়ার জো নেই। চতুর্দিকেই তারা। তাই এখানেই আমাদের মরতে হবে।'' সুজলা-সুফলা এলাকা থেকে তাড়িয়ে মানুষগুলোকে বন্দি করে ফেলা হয়েছে অনুর্বর শুকনো মাটিতে। বীজ, সার, জল — চাষের কোনও উপকরণও সরকার দেয়নি। নেই মাথা গোঁজার ঠাঁই।

প্রকৃত পক্ষে 'দের্জ' শাসন কাল — সেই ১৯৭৯ সাল থেকেই নানা সরকারি প্রজেক্টের পরিণাম হল। পরিকাঠামো, রাস্তা ঘাট নির্মাণ, কৃষি উন্নয়নের নামে বাধ্যতামূলক শ্রম। সবই মানুষকে উচ্ছেদ করেই হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে তীব্র ভয়ংকর প্রতিরোধও গড়ে উঠেছে — গাম্বেলা পিপলস্ লিবারেশন মুভমেন্ট ও অরোমো লিবারেশন মুভমেন্ট। এই আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায় ১৯৮৯-এ। ততক্ষণে ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। আবারও বর্তমান সরকারের আমলে উচ্ছেদ শুরু হয়ে যায়। অবশ্য এ ব্যাপারেও সরকারি ভাষ্য হচ্ছে, ইথিওপিয়ার মানুষ উচ্চভূমিতে বাস করে। আমরা লিজ দিচ্ছি বন্ধ্যা নিচু জমি, যা কাজে লাগাতে হলে অনেক নিচু থেকে জল তুলতে হবে। এ বিদ্যা আমাদের চাষিদের হাতে নেই। কাজেই চাষিদের কোনও ক্ষতি নেই, বরং আখেরে লাভ। সুতরাং এই সৎ কাজে উচ্ছেদের কথা বলা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

লক্ষণীয়, ইথিওপিয়ার এই নির্যাতিত চাষিদের আশা-নিরাশা, অত্যাচার-প্রতিরোধ, হাসি-কান্নার ও নারীর অবমাননার কাহিনী সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-কলিঙ্গনগর-বনাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার চাষি, দলিত মানুষজনের কাহিনীর সঙ্গে যেন মিশে গিয়েছে। যাওয়ারই কথা। কারণ দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে গ্রাম শহরে, শিল্প-কৃষি বদলাচ্ছে বিশ্বায়নের ঘূর্ণিপাকে জড়িয়ে গিয়ে। সাম্রাজ্যবাদী লগ্নিপুঁজির নাগপাশ দুনিয়ার সর্বত্র খেটে খাওয়া মানুষকে রুদ্ধশ্বাস করেছে। শিল্পসংকটে বিধ্বস্ত পুঁজি আজ আগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জমির ওপর। ইথিওপিয়ার চাষিরা তার হাত থেকে রক্ষা পাবে কি করে? তাদের উর্বর জমিই তাদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-কলিঙ্গনগরের জন্মদাতা আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদের অংশ ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তার সরকার তার আইন। এই রাজ্যের চাষিদের নন্দীগ্রামে তা যেমন বিদেশি সালিমদের ভোগ্য বস্তু করে তোলে, তেমনই টাটাদের মুনাফার খোরাক করা হয়েছে সিঙ্গুরের চাষিদের। এই ক্ষুধা — পুঁজির বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা ইথিওপিয়ার মাটিতে তার আহার্য খুঁজে পেয়েছে।

ভারতীয়সাম্রাজ্যবাদের ক্ষুধার গ্রাসে বিপন্ন আজ ইথিওপিয়ার চাষিও। গ্যাম্বেলা রাজ্যে সর্ব বৃহৎ জমিতে পুঁজি বিনিয়োগকারী কারুটুরি গ্লোবাল লিমিটেড (ইন্ডিয়ান ফ্লোরিকালচারাল অ্যান্ড অ্যাগ্রো বিজনেস) যৌথ কোম্পানি। এদের হেড কোয়ার্টার্স ব্যাঙ্গালোরে। শুধু হিউম্যান রাইটস ওয়াচ নয়, আমেরিকার অকল্যান্ড ইন্সটিটিউটের একজন চিন্তাবিদও জানাচ্ছেন, গ্যাম্বেলার বৃহৎ গ্রামগুলির একটি ইলিয়া ইতিমধ্যেই কারুটুরি গ্লোবালকে লিজ্ দেওয়া হয়েছে। ভারতীয়দের দখলে ওরামিয়া রাজ্যের বাকোর ১০ হাজার হেক্টর এবং গ্যাম্বেলার ১ লক্ষ হেক্টর জমি রয়েছে। এছাড়া গ্যাম্বেলার-২ লক্ষ হেক্টর জমিরও প্রস্তাব রয়েছে। এছাড়া ৪৩৫ হেক্টর জমির ওপর একটা ফুলের ফার্মও এরা পরিচালনা করে। মজার ব্যাপার হল কারুটুরি গ্লোবাল জানিয়েছে তারা ইথিওপিয়ার সরকারের 'গ্রাম উন্নয়নের' কর্মসূচির সঙ্গে মোটেই জড়িত নয়। অর্থাৎ উচ্ছেদের সাথেও যুক্ত নয়। কোম্পানির নামে এসব অপপ্রচার ছাড়া কিছুই নয়। কারুটুরি গ্লোবাল এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছে, তারা পাঁচ হাজার মানুষকে কাজ দিয়েছে যার ৯৯ শতাংশ হচ্ছে স্থানীয়। এর দ্বারা নিরাশ্রয়, বেরোজগার মানুষ কাজে পেয়ে জীবন মানের নানা দিকে উন্নতি করেছে। এরা নাকি কর্মীদের ছেলেমেয়েদেরও লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছে। যাতে এদের মধ্যে 'থেকে স্বপ্ন পূরণ করে নতুন ওবামা জন্ম নেয়।' আমরা খাদ্য আমদানি কমিয়ে দিয়েছি বিশেষভাবে ভুট্টা, যার জন্য ইথিওপিয়াকে আন্তর্জাতিক বাজার দরের ওপর ২৫ শতাংশ বেশি দাম দিতে হয়। এই রকম এক উর্বর দেশে খাদ্য, আমদানি করা লজ্জাজনক। এছাড়া ডাল শস্য ও তৈলবীজের জন্য যে আরও অনেক ব্যয় করতে হত তাদের, আমাদের সহায়তায় তাও কমেছে। ক্ষুধা-দারিদ্র কমানো ও দক্ষতা বাড়ানো কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষে আমরা কাজ করছি আর এজন্য বেসরকারি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, আঞ্চলিক গোষ্ঠি, অর্থলগ্নি সংস্থা ও সরকারের সাথে আমরা হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলেছি। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকেও এজন্য টাকা নিতে হয়, এর প্রতিটি শব্দ ভারতের শোষিত নিপীড়িত মানুষের কাছে খুব পরিচিত। এসবের তাৎপর্য তারা হাড়ে হাড়ে বোঝে। এমনি চিনি মাখানো বুকনি ছাড়া সাম্রাজ্যবাদীরা, লগ্নিপুঁজির শকুনরা, বিভিন্ন দেশের পুঁজিপাদী সরকারগুলোর সম্মিলিত চক্র ও প্রশাসন ও সমর শক্তির অদৃশ্য গাঁটছড়া কোথায় না জনতার সর্বনাশ করেছে?

২০১০ সালের দি হিন্দু বিজনেস লাইনে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় ইথিওপিয়ার সরকার দুনিয়াকে অবাক করে দিয়ে অত্যন্ত উর্বর ০.৪ হেক্টর জমি একর প্রতি এক ডলার মূল্যে ১০০ বছরের জন্য লিজ দিচ্ছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আই সি এ আর)-এর ডাইরেক্টর জেনারেল এস আরাপ্পানের বক্তব্যও ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, ''আমরা ওখানে তৈলবীজ উৎপাদন করে নিজেদের দেশে নিয়ে আসতে পারি।'' এদিকে হিউম্যান রাইট্স ওয়াচ-এর দক্ষিণ এশিয়ার ডাইরেক্টর মীনাক্ষী গাঙ্গুলী জানিয়েছেন ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের কর্মকাণ্ড আরও বিস্তৃত করার সময় সতর্ক থাকা উচিৎ যাতে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা না হয়। ভারতের মাটিতে পক্কো যে ভাবে যে দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে পড়েছে তেমন কিছু যেন ইথিওপিয়ায় না ঘটে। বিনিয়োগকারিদের ইথিওপিয়ার সরকারকে এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ মেনে চলার পরামর্শ দিতে হবে এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়, জবরদস্তি একদম নয়। উপদেশ থাক। বাস্তবতার দিকে আরও একটু তাকানো যাক। কারুটুরি গ্লোবাল লিমিটেড কেনিয়াতেও এমন উন্নয়নের জন্য নেমেছে। ভুট্টা, জোয়ার, বাদাম কারুটুরি গ্লোবালের এলাকায় অদৃশ্য হয়েছে। গ্যাম্বেলার মোট জমির ৩২ শতাংশ ৮ লক্ষ হেক্টর জমি নিয়ে সরকার এই রকম চুক্তি বাণিজ্যে নেমেছে। আরও ৫ হাজার হেক্টরও বিনিয়োগকারীদের হাতে দেওয়ার প্রস্তাব আছে।

আসলে গোটা আফ্রিকাতেই গত দশকে সাম্রাজবাদীদের কৃষি বাণিজ্যের বাজার দখল চলছে। ইথিওপিয়া শুধু নয়, আছে কেনিয়া সহ আরও অনেকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে ভারতের উত্থান হয়েছিল, সে নিজেই আজ হয়ে পড়েছে সাম্রাজ্যবাদী। দেশে দেশে তার পুঁজির হানাদারি চলছে। কোথাও একাই, কোথাও অন্যদের সাথে মিলিতভাবে। জমিও লুণ্ঠনের বহুক্ষেত্রের মতো একটি ক্ষেত্র মাত্র। জাতীয়তাবাদী অর্থনীতি-রাজনীতি-সংস্কৃতির দলিত মথিত শবদেহের উপর শোষণ আজ বিশ্বজনীন এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। জাতীয়তাবাদী আবেগ ও দায় আজ অতীতের পৃষ্ঠায়। সমগ্র বিশ্বের জনগণই আজ লগ্নি পুঁজির জোটের শোষণ ক্ষেত্র। ততটুকুই জাতীয় দায় যতটুকু এই স্বার্থ পুরণের সঙ্গে খাপ খায়।

পুঁজিতন্ত্র যতদিন পুঁজিতন্ত্র থাকবে ততদিন পর্যন্ত কোনও দেশে কোনও দেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে উদ্বৃত্ত পুঁজি কাজে লাগানো হবে না, কারণ তাহলে পুঁজিবাদীদের মুনাফা কমে যাবে। এই উদ্বৃত্ত পুঁজি চলে যাবে বিদেশে পুঁজি রপ্তানি করে মুনাফা বাড়াবার উদ্দেশ্যে। আর এটা করতে গিয়ে সরকারগুলোর মধ্যে গড়ে ওঠে নতুন সম্পর্ক। স্বাধীন দেশের একটি সরকারের সাথে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সে দেশের মাটির বিপুল অংশ ও জনগণের জীবনজীবিকা চলে যাচ্ছে লগ্নিপুঁজির মুঠোয়, যেন আবার নতুন এক উপনিবেশের পত্তন ঘটছে ইথিওপিয়ায়। বিশ্বায়নের বর্তমান স্তরে লগ্নিপুঁজির এই আধিপত্য সুদূর অতীতে মহান লেনিন 'সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তরে' বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। যেখানে অনাগত এই ভবিষ্যতের রূপরেখা স্পষ্ট করেই আঁকা হয়েছে। পরিস্থিতির বিকাশে অভিনবত্ব যাই থাক মৌলিক সত্যটি আজও অভ্রান্ত হিসাবে ইতিহাসের সাক্ষ্য। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে তাই ইথিওপিয়ার চাষি-মজুরদের লড়তে হবে। যেমন করে লড়েছে খোদ ভারতের চাষিরা-সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে কিংবা কলিঙ্গনগরে। (সূত্র ঃ ফ্রন্ট লাইন ২৩ মার্চ ২০১২)

শিক্ষা নয়, ব্যবসাই লক্ষ্য

বিধানসভায় কমরেড তরুণ নস্কর

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য, শিক্ষা নয়, ব্যবসা— ৬ জুলাই বিধানসভায় এস ইউ সি আই (সি) বিধায়ক তরুণ নস্কর 'টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি ওয়েস্ট বেঙ্গল বিল,২০১২'-র বিরোধিতা করে এ কথা বলেন। এর আগে কমরেড তরুণ নস্কর বিধানসভায় শিক্ষা বাজেট বিতর্কে উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর বেসরকারিকরণের পক্ষে সওয়ালের বিরোধিতা করেন। ২৫জুন এই প্রসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার মধ্য দিয়ে সরকার শিক্ষাক্ষেত্রকে বিশেষ করে উচ্চশিক্ষাকে পুঁজি মালিকদের হাতে তুলে দিতে চাইছে। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ ত্বরান্বিত হবে। তিনি বলেন, সিপিএম বেসরকারি মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলার জন্য যেমনভাবে শিল্পপতিদের সাদরে আহ্বান করেছিল, তৃণমূলও তার ধারাবাহিকতায় টেকনো ইন্ডিয়া ও অন্যান্য মালিকদের শিক্ষা ব্যবসায় আহ্বান জানাচ্ছে। ইতিমধ্যেই ব্যাঙের ছাতার মতো যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেল কলেজগুলি গজিয়ে উঠেছে সেগুলির পরিকাঠামোর হাল খুবই খারাপ। ছাত্রদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তারা হাজার হাজার টাকা ফি নিচ্ছে, এমন কী বহু ক্ষেত্রে পিছনের দরজা দিয়ে ক্যাপিটেশন ফি নিচ্ছে। একটা কথা পরিষ্কার শিক্ষা নয়, ব্যবসা করে মুনাফা করাই এই শিক্ষাব্যবসায়ীদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ফি বাড়ছে বহু গুণ। এই শিক্ষা ব্যবসা যত বাড়বে ততই গরিব-মেধাবী ছাত্ররা উচ্চশিক্ষার সুযোগ হারাবে। কমরেড তরুণ নস্কর বলেন তৃণমূল খুচরো ব্যবসায় বহুজাতিক পুঁজির অনুপ্রবেশের বিরোধিতা যদি সত্যিই করে থাকে, তাহলে সেই বহুজাতিক পুঁজিকে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করার অধিকার দিচ্ছে কী করে, এতো দ্বিচারিতার সামিল!

তিনি সরকারের কাছে দাবি জানান, যে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ ইতিমধ্যেই ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির অন্তর্ভুক্ত, তাকে এর অন্তর্ভুক্ত রেখেই স্নাতকোত্তর ও ডক্টরেট স্তরের অনুমতি দিক সরকার। পাশাপাশি তিনি দাবি জানান কলেজগুলিতে এ বিষয়ে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সরকার তাদের বাধ্য করুক। শিক্ষার সর্বস্তরে আর্থিক দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে সরকারকে নিতে হবে বলে তিনি দাবি জানান।

তিনি বলেন, সিপিএম সরকারে থাকাকালীন আম্বানিকে আই টি ইউনিভার্সিটি খোলার আহ্বান জানিয়েছিল এবং কল্যাণীতে জমি দিয়েছিল— এ কথা মানুষ ভুলে যায়নি। ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করতে এমনকী বিধানসভায় তড়িঘড়ি বিলও পাশ করেছিল তারা। এস ইউ আই (সি) এর প্রতিবাদ করেছিল। সেদিন সিপিএম সরকার সেই আন্দোলনের ওপর কী মরাত্মক আক্রমণ করেছিল সেকথা মানুষ সহজে ভুলবে না। আজ বিরোধী বেঞ্চে বসে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিলের বিরোধিতা করে হিরো হতে চাইছে তারা। তিনি বলেন, জনসাধারণ এদের আচরণে বিভ্রান্ত হবেন না এ কথা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি।

'আশা' কর্মীদের দাবি প্রসঙ্গে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্তর্গত 'আশা' (অ্যাক্রেডিটেড সোস্যাল হেলথ অ্যাক্টিভিস্ট যা ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশনের অন্তর্গত) প্রকল্পে প্রায় ৫০ হাজারের বেশি মহিলা কর্মী কাজ করেন যাঁরা মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে যুক্ত। অথচ এঁদের অবস্থা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। প্রায় ৩৫ ধরনের কাজ এঁদের করতে হয় যার বিনিময়ে বেশির ভাগ আশা কর্মী মাত্র ৫-৬শো টাকার বেশি পান না। যদিও কিছু আশা কর্মী ২-৩ হাজার টাকাও পান। সেটা নির্ভর করে কে কেমন কাজ পেলেন। সকলের ক্ষেত্রে কাজ একই রকম জোটে না। ফলে টাকার পরিমাণও নির্দিষ্ট নয়। এই বেতনের তারতম্যের জন্য নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়। এঁদের কোনও ছুটি নেই। আবার এই সামান্য ভাতাও ৬-৭ মাস বাকি থাকে। কাজ নিয়ে বিভিন্ন পিএইচসি-তে নানা ঝামেলা থাকে। গত ২২ জুন তাঁরা মাসিক ন্যূনতম বেতন অর্থাৎ রাজ্যের ক্যাজুয়াল কর্মীদের সমতুল্য ৬,৬০০ টাকা বেতন দাবি করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, সিকিম সরকার এঁদের মাসিক ৩০০০ টাকা করে ভাতা দেয় নিজস্ব তহবিল থেকে। আবার এই প্রোজেক্টের কো-অর্ডিনেটর ও কো-ফেসিলিটেটরদের এক বছর পরে পরে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অথচ কেন্দ্রীয় নিয়ম অনুযায়ী এঁদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথা। মাননীয় মন্ত্রীকে এই বিষয়টা বিবেচনার সাথে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। (২.০.২০১২)

মহার্ঘভাতা প্রসঙ্গে

সরকারের আর্থিক সংকট যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি অনস্বীকার্য দীর্ঘদিন মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি না করার ফলে উদ্ভূত সরকারি কর্মচারীদের আর্থিক সমস্যা। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিষের মূল্য যে ঊর্ধমুখী, তা কারওর অজানা নয়। ফলে জীবনযাপনের ব্যয় যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে তাকে অস্বীকার করার উপায় কী! রাজ্য সরকার শেষ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করেছে জানুয়ারি মাসে। কেন্দ্রীয় হার এখন ৬৫শতাংশ, যা ১ জুলাই থেকে আরও ৭.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হবে ৭২.৫ শতাংশ — সেখানে এই রাজ্যের হার ৪৫ শতাংশ। অর্থাৎ এই রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা ২৭.৫ শতাংশ মহার্ঘভাতায় পিছিয়ে থাকবে একই স্তরের কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের তুলনায়। কেন্দ্রীয় ঋণ মকুবের ক্ষেত্রে যে রাজ্যের নাম এই রাজ্যের সঙ্গেই চলে আসছে সেই পাঞ্জাবের হারও কেন্দ্রীয় হারের সমান অর্থাৎ ৬৫ শতাংশ। এমনকী ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, বিহারের মতো দরিদ্র রাজ্যেও কেন্দ্রীয় হারে দেওয়া হচ্ছে। এখনও যদি মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি না করা হয় তাহলে মহার্ঘভাতার মূল উদ্দেশ্যটাকেই অস্বীকার করা হবে না কি? মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে এই বিষয়ে ভাবতে ও অবিলম্বে মহার্ঘভাতা ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় হারের যতটা কাছাকাছি আসা যায় তার জন্য সচেষ্ট হয়ে সরকারি কর্মচারীদের আর্থিক সমস্যা লাঘবের জন্য অনুরোধ করছি।

সি এইচ জি সহ অন্যান্যদের সামাজিক সুরক্ষা

রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে দীর্ঘদিন ধরে অনিয়মিত স্বাস্থ্য কর্মী হিসাবে কর্মরত আছেন কমিউনিটি হেলথ গাইডস (সি এইচ জি), ট্রেন্ড দাই, মবিলাইজার, লিংকম্যান, ভ্যাক্সিন ক্যারিয়াররা। এঁদের মধ্যে সি এইচ জি-রা অত্যন্ত সামান্য মাসিক ভাতা পান, যার পরিমাণ মাত্র ৩০০ টাকা। এই মাসিক ভাতা বিগত সরকারের অর্থমন্ত্রী এই হাউসেই ২৫০ টাকা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যা এখনও বাড়েনি। এই সামান্য ভাতাই আবার ৭-৮ মাস বাকি। আর মবিলাইজার, লিংকম্যান, ভ্যাক্সিন ক্যারিয়াররা পান মাসিক ১০০ টাকা ভাতা। স্বাস্থ্যকর্মীদের হাল যদি এত অস্বাস্থ্যকর হয়, জীবন যদি এত মর্যাদাহীন হয় তাহলে তাঁরা কী স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবেন? মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন এঁদের ন্যূনতম সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া হোক — ভাতা বৃদ্ধি করা হোক, অবসরকালীন ভাতার ব্যবস্থা করা হোক। (০৩.০৭.২০১২)

রাঁচিতে নিজেদের জমির পুনর্দখল নিতে চাষিরা বদ্ধপরিকর

গত ৪ জুলাই রাঁচির কাঁকে নগরীতে আদিবাসী কৃষকদের জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনের ওপর পুলিশ নির্বিচারে লাঠিচার্জ করে ৪ জনকে গুরুতর জখম ও ২০ জনকে আহত করেছে। এর মধ্যে মহিলা, বৃদ্ধ ও শিশুও আছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি) সহ বিভিন্ন সংগঠন মিটিং ও প্রতিবাদ মিছিল চালিয়ে যাচ্ছে। ৪ জন আন্দোলনকারী রাঁচির আর আই এম এস হাসপাতালে ভর্তি আছে। আন্দোলনকারীরা তাদের দাবির সমর্থনে কাঁকে-পত্রাতু রোড অবরোধ সহ নানাভাবে আন্দোলন চালাচ্ছেন।

উচ্ছেদের প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধে মহিলারা
স্লোগান তুলছেন এস ইউ সি আই (সি) কর্মী রিতু খলকো

বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার কাঁকে শহরে আদিবাসী কৃষকদের ২২৭ একর উর্বর জমি অধিগ্রহণ করে ল-ইউনিভার্সিটি এবং আই আই এম খুলতে চায়। অন্যদিকে কৃষকদের বক্তব্য এসব যদি খুলতে হয় তো তার জন্য পাশে অনুর্বর পতিত জমি আছে, সেখানে খুললেই হয়। উর্বর ও বহু ফসলি জমি নেওয়ার দরকার কী? কিন্তু সরকার চাষিদের বক্তব্যে কর্ণপাত করছে না। ফলে ২০ টি গ্রামের কৃষকরা একজোট হয়ে আন্দোলন করছে। তাঁরা প্রথমে আইনের পথেই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন কোর্ট তাঁদের দুঃখ ও ব্যথার কথা নিশ্চয়ই শুনবে এবং তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হবেন। কিন্তু তাদের এই ধারণা অতি অল্প সময়েই ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। প্রথমে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট ও পরে সুপ্রিম কোর্টও তাদের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে সরকার গায়ের জোরে জমির দখল নিয়ে চারদিকে পাঁচিল তোলার কাজ শুরু করে দেয়। এমতাবস্থায় নিরুপায় হয়ে আন্দোলনকারীরা গত ৪ জুলাই পাঁচিল ভেঙে দেয়। তারপরেই পুলিশ নির্মম লাঠিচার্জ করে।

পরের দিন ৫ জুলাই এস ইউ সি আই (সি) রাঁচি জেলা সম্পাদক কমরেড সিদ্ধেশ্বর সিং এবং জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কেয়া দে সহ ৪ জনের প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থলে গিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করেন এবং আন্দোলনের প্রতি পার্টির সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ঐ দিনই রাঁচি সৈনিক মার্কেট থেকে বুদ্ধিজীবী ও নাগরিকদের প্রতিবাদ মিছিল বের হয় সেখানেও এস ইউ সি আই (সি)-র নেতা ও কর্মীরা বহু সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। মিছিল এলবার্ট এক্কা চকে গিয়ে সভায় পরিণত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন কমরেড কেয়া দে। তিনি আন্দোলনকারীদের প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে, কোনও এম এল এ, এম পি বা বড়ো নেতার ভরসায় না থেকে গণকমিটি গড়ে তুলে নিজেদেরকেই আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন, এই আন্দোলন আমাদের সবাইকে প্রেরণা জোগাবে। রাঁচির আর এক প্রান্তে আমরা এইচ ই সি-তে বস্তি বাঁচাও আন্দোলন গড়ে তুলেছি, সেখানেও এই আন্দোলন অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সিপিআই, সিপিআই(এম) যথারীতি কিছু বিবৃতি ও ভাষণ দিয়েছে। এমনকী কেউ কেউ এটাকে শুধুমাত্র 'আদিবাসীদের সমস্যা' বলে সংকীর্ণ গণ্ডিতে আটকে দিতে চাইছে। কৃষকদের দাবির সমর্থনে ভাষা-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনকে তীব্রতর করার আহ্বান জানিয়েছে এস ইউ সি আই (সি)।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কৃষক ও খেতমজুর সম্মেলন

সারের অগ্নিমূল্য প্রতিরোধ, ধান-পাট-আলু সহ সমস্ত কৃষি পণ্যের লাভজনক দাম, সরকারি হাসপাতালে সমস্ত গরিব মানুষের চিকিৎসা, কৃষি বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২৯ জুন মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর হলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন-এর ৩ য় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চার শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের রাজ্য সহ-সভাপতি কমরেড শংকর ঘোষ, রাজ্য সম্পাদক কমরেড পঞ্চানন প্রধান, এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড অমল মাইতি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। কমরেডস সূর্য প্রধানকে সভাপতি, প্রভঞ্জন জানাকে সম্পাদক করে ৩০ জনের জেলা কমিটি ও ৩৬ জনের জেলা কাউন্সিল গঠন করা হয়।

বিড়ি শ্রমিকদের ডেপুটেশন

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় প্রতিহাজার বিড়ি বাঁধার জন্য সরকার নির্ধারিত মজুরি ১৫১.১৩ টাকা। কিন্তু শ্রমিকরা বাস্তবে পায় মাত্র ৪০-৭০ টাকা। মালিকরা এজেন্টদের মাধ্যমে ঠকাচ্ছে শ্রমিকদের। এ ছাড়া ই এস আই, পি-এফ ইত্যাদি থেকেও তারা বঞ্চিত। সিপিএম সরকার যেমন এর কোনও প্রতিকার করেনি, তৃণমূল সরকারও এ বিষয়ে নীরব। ১২ জুন তমলুক ব্লক-২ বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকে বিডিও-র কাছে এবং ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

খুনীদের শাস্তির দাবিতে কলকাতায় নাগরিকদের শোকমিছিল

একের পাতার পর

অভিভাবকদের সঙ্গে তাঁকে শেষবারের মতো বিদায় জানাতে ছুটে এসেছিলেন সুটিয়ার হাজার হাজার নারী-পুরুষ। চোখের জলে বুক ভেসে গেছে তাঁদের। হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে গণধর্ষণের শিকার অত্যাচারিত মহিলারা বলেছেন, 'বরুণ চলে গেল, এখন আমাদের কে রক্ষা করবে!' চোখ ভিজে উঠেছে উপস্থিত সমস্ত মানুষেরই।

'বরুণ বিশ্বাসের হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই', 'বরুণ বিশ্বাস অমর রহে' পোস্টারে সুসজ্জিত ৭ জুলাই-এর মৌন প্রতিবাদী মিছিল প্রত্যক্ষ করেছে মধ্য কলকাতার হাজার হাজার মানুষ। ছাত্ররা এসেছে তাদের প্রিয় শিক্ষককে শেষ বিদায় জানাতে, অভিভাবকরা এসেছেন তাদের শ্রদ্ধেয় বরুণবাবুকে শ্রদ্ধা জানাতে, শিক্ষকরা এসেছেন তাদের সহকর্মী বরুণকে একবার শেষ দেখা দেখতে। স্কুল গেটে তাঁর মরদেহ পৌঁছনোর বহু আগে থেকেই জড়ো হয়েছেন স্থানীয় মানুষ, প্রাক্তন ছাত্র, সমাজসেবী বহু সংগঠনের প্রতিনিধিরা। সজল চোখে মাল্যদান করে একে একে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁরা। বরুণবাবু ছিলেন তাঁদের একান্তই আপনজন। শুধু নিজের গ্রামের মানুষের কাছেই নয়, ২০১০ সালে মিত্র ইন্সটিটিউশন স্কুলে ফান্ড নিয়ে দুর্নীতির প্রতিবাদে যখন অভিভাবক-ছাত্র-শিক্ষকরা একত্রে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তখন বরুণবাবুই ছিলেন একমাত্র ভরসার জায়গা। বিভিন্ন সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান যখনই তাঁর কাছে কোনও সাহায্য চেয়েছে, তিনি সাধ্যমতো তা করেছেন। পূর্বতন ও বর্তমান সরকারের ভ্রান্ত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তিনি সরাসরি প্রতিবাদ করেছেন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে গঠিত সেভ এডুকেশন কমিটির কলকাতা জেলা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তিনি। নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুর ঘটনার প্রতিবাদে গড়ে ওঠা শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য। মৃতদেহ সামনে রেখে সেদিনের শোকমিছিলে নীরবে হেঁটেছেন অসংখ্য মানুষ। প্রতিবাদীকে হত্যা করে প্রতিবাদ কখনও স্তব্ধ করা যায় না — এই প্রত্যয় ফুটে উঠেছে তাঁদের চোখেমুখে।

'৯০-এর দশকের প্রথম দিকে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সুটিয়া ছিল সিপিএম আশ্রিত ক্রিমিনালদের স্বর্গরাজ্য। পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রেখে সুশান্ত চৌধুরীর নেতৃত্বে জনা ৭০-এর দুষ্কৃতীবাহিনী সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল সেখানে। অবাধে চোরাচালানের সঙ্গে সঙ্গে চলত যাবতীয় দুষ্কর্ম। আগ্নেয়াস্ত্র হাতে এলাকা জুড়ে ঘুরে বেড়াত দুষ্কৃতীদের দলবল। বন্দুকের মুখে দাঁড় করিয়ে গরিব চাষির ধান বেচা টাকা পর্যন্ত লুটে নিত তারা। পাশাপাশি এলাকায় চরম ভীতির পরিবেশ কায়েম রাখতে ক্রিমিনালরা হাতিয়ার করেছিল গণধর্ষণের মতো ঘৃণ্য অত্যাচারকে। বছরের পর বছর ধরে প্রতিদিন তাদের উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে সুটিয়াবাসীকে। প্রায় প্রতিটি ঘরের মা-বোনের ইজ্জত লুট করেছে ক্রিমিনালরা। নাবালিকা থেকে প্রৌঢ়া কেউই রেহাই পায়নি। খুন হতে হয়েছে ৮০ জনেরও বেশি মানুষকে।

স্থানীয় যুবকদের অনেকেই যখন টাকা ও ক্ষমতার মোহে ক্রিমিনালদের চক্রে যোগ দিচ্ছিল, সেই সময় স্রোতের বিরুদ্ধে অটল পাহাড়ের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন স্থানীয় যুবক বরুণ বিশ্বাস, হিম্মত দেখিয়েছিলেন প্রতিবাদ করার।

৮ জুলাই কলেজ স্কোয়ার থেকে বুদ্ধিজীবী মঞ্চের পদযাত্রা। উপস্থিত অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, বিভাস চক্রবর্তী, দিলীপ চক্রবর্তী, মীরাতুন নাহার, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, সুজাত ভদ্র, তরুণ নস্কর ও বরুণ বিশ্বাসের পরিজনরা সহ শত শত নাগরিক।

প্রথম দিকে ভয় পেয়েছিলেন মা-বাবা, ছেলেকে আটকাতে চেয়েছিলেন বিপদের আশঙ্কায়। কিন্তু কথা শোনেননি বরুণ। বলেছিলেন, এই অন্যায় অত্যাচার দেখে চুপ করে থাকা যায় না। কাউকে না কাউকে তো রুখে দাঁড়াতেই হবে! প্রাণ বাজি রেখেই অত্যাচারিতদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। বিশের কোঠার এই দুর্দম যুবকের সাহসে আকৃষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছিলেন অন্যেরাও। ক্রিমিনালবাহিনীর অসহনীয় দাপট রুখতে তৈরি হয়েছিল সুটিয়া প্রতিবাদী মঞ্চ, ২০০২-এর আগস্টে। ক্রমে প্রতিবাদী মঞ্চ শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে, গ্রামের অসংখ্য সাধারণ মানুষ সামিল হয় প্রতিরোধে। অবশেষে সংগঠিত জনরোষ সুশান্ত চৌধুরী ও তার ঘনিষ্ঠ পাঁচ দুষ্কৃতীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে ২০০৩ সালে। এরা এখন জেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছে। বাকি দুষ্কৃতীরা, যারা এখনও বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন বরুণবাবুরা।

৮ জুলাই বর্ধমান স্টেশনের সামনে শোক পালন

সুযোগের অপেক্ষায় থাকা দুষ্কৃতীরা এর আগে আক্রমণ চালিয়েছে প্রতিবাদী মঞ্চের সভাপতির ওপর। তাঁকে খুনের চেষ্টা কয়েকবার ব্যর্থ হয়েছে। ৯ বছর পর এবার তারা সফল হল বরুণ বিশ্বাসের প্রাণ কেড়ে নিতে। একটা সময় বছরের পর বছর ধরে পুলিশ-প্রশাসন সুটিয়ায় চলতে দিয়েছে মস্তানরাজ। সংগঠিত ক্রিমিনালবাহিনীর হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করার ন্যূনতম দায়িত্বটুকুও তারা পালন করেনি। তৎকালীন ক্ষমতাসীন সিপিএমের নির্দেশ মেনে বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে অপরাধীদের দিক থেকে চোখ সরিয়ে রেখেছে। এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের প্রাণের বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন যে মানুষটি, বর্তমান তৃণমূল সরকারের পুলিশ-প্রশাসনও তার প্রাণের কোনও মূল্য দিল না। তাদের এই চরম অপরাধের কোনও ক্ষমা হয় কি? শুধু তাই নয়, বরুণ বিশ্বাসের হত্যা নিয়ে এলাকার তৃণমূল বিধায়ক এবং স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়াও সাধারণ মানুষের মধ্যে বহু প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তাঁরা কেউই একবারের জন্যও এলাকাবাসীর চোখের মণি, অসমসাহসী এই জনদরদী মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ঘটনাস্থলে যাওয়ার প্রয়োজনটুকু পর্যন্ত বোধ করেননি।

সরকারি দলগুলি তাদের ভোটসর্বস্ব রাজনীতির স্বার্থে দুষ্কৃতীদের মদত দেয়। রাজনীতির এই দুর্বৃত্তায়নের পথ ধরেই তারা ভোট বৈতরণী পার হয়। বরুণ বিশ্বাস প্রাণ দিয়ে দেখিয়ে গেলেন, সংঘবদ্ধভাবে একে রুখতে না পারলে আরও বহু মা-বোনের ইজ্জত, আরও অনেক তরতাজা যুবকের প্রাণ লুঠ করে নেবে এই দুর্বৃত্তের দল।

গোটা রাজ্যের মানুষ কুর্নিশ জানিয়েছে বরুণ বিশ্বাসের সংগ্রামকে। এই ধরনের মানুষকেই তো 'প্রকৃত যুবক' আখ্যা দিয়েছেন মহান মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষ। বলেছেন, প্রকৃত যুবক তাকেই বলে, যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, সাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ করে। আজকের অবক্ষয়িত সমাজে বহু মানুষই যখন 'সাতে নেই, পাঁচে নেই' বলে হাজারো অন্যায় দেখেও চোখ বুজে থাকেন, সেই সময় নিজের জীবন বিপন্ন জেনেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেভাবে তিনি প্রাণ দিয়ে গেলেন, তা প্রতিটি মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগাবে। গোটা সমাজটা যে পচে গলে যায়নি, এখনও যে জ্বলছে সত্যের, ন্যায়ের, সংগ্রামের দীপ্ত অগ্নিশিখা, বরুণ বিশ্বাস সে কথাই প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন। এই সংগ্রামী যুবকের আত্মদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে রাজ্য জুড়ে ৯ জুলাই শোকবেদি স্থাপন করে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়েছে, দু মিনিট নীরবতা পালন করেছেন সাধারণ মানুষ। বরুণ বিশ্বাসের স্মৃতিতে শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের পক্ষ থেকে ঐ ৯ তারিখেই আয়োজিত হয়েছে শোক মিছিল।

শোকের এই অন্ধকারে প্রেরণার দীপশিখা জ্বালিয়েছেন বরুণের মা। চোখের জল মুছে নিয়ে বলেছেন, 'যুদ্ধে নিহত একজন সৈনিকের মা হিসেবে আমি গর্বিত। গ্রামবাসীরা প্রত্যেকে যাতে মাথা উঁচু করে মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারে, তার জন্য আমার ছেলে লড়াই করে প্রাণ দিয়েছে'।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করে প্রাণ দিয়েছেন বরুণ বিশ্বাস। প্রাণ তাঁদের দিতেই হয়। এই সমাজ প্রতিবাদী মানুষকে সুরক্ষা দিতে পারে না। কিন্তু বরুণ বিশ্বাসদের মৃত্যু নেই, তাঁরা বেঁচে থাকেন সাধারণ মানুষের হৃদয়ে প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে। কোনও অত্যাচারীর তা মুছে দেওয়ার ক্ষমতা নেই। এক প্রতিবাদের শিখা থেকে জ্বলে ওঠে হাজারো প্রতিবাদের শিখা। চলতে থাকে জীবন-জীবিকা রক্ষা, অধিকার রক্ষা, সম্ভ্রম রক্ষার লড়াই। সে লড়াই আরও শক্তিশালী করে যদি আমরা গড়ে তুলতে পারি, তবেই সফল হবে বরুণ বিশ্বাসের প্রাণদান, সার্থকতা পাবে আমাদের শোক।

ফি-বৃদ্ধিবিরোধী আন্দোলনে দাবি আদায় ডি এস ও-র

কলকাতার সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত চেতলা বয়েজ হাইস্কুল এ বছর উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তির ফি তিন বিভাগেই প্রায় দেড় গুণ করে বাড়িয়ে দেয়। ছাত্ররা এ আই ডি এস ও সদস্যদের বিষয়টি জানালে ২ জুন সংগঠনের স্কুল কমিটির একটি টিম অন্যান্য ছাত্রদের নিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। আন্দোলনের চাপের মুখে পড়ে প্রধান শিক্ষক বলেন, ছাত্ররা নিজেদের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী ন্যূনতম ফি দিয়ে আবেদনের ভিত্তিতে ভর্তি হতে পারবে। ফলস্বরূপ বহু ছাত্র গতবারের ফি-র চেয়েও কম ফি দিয়ে ভর্তি হতে পেরেছে।

নদীয়ার পলশুণ্ডা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়েও সরকার নির্ধারিত ভর্তি ফি ছাড়াও অতিরিক্ত ডোনেশন নেওয়ার বিরুদ্ধে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সমস্যা সমাধানের দাবিতে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছে এ আই ডি এস ও বারুইপাড়া শাখা। এ বছর স্কুল কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ডোনেশন হিসাবে ১২০ টাকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আন্দোলনের ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত ১২০ টাকা আদায় বন্ধ করেন।

ছাত্রভর্তি নিয়ে দুর্নীতির প্রতিবাদে ২৫ জুন ভুবনেশ্বরে ছাত্রবিক্ষোভ

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

মিড ডে মিলে দুর্নীতি

ঝড়খালিতে প্রতিবাদী ছাত্র খুন

হোস্টেলের খাবারের নিম্নমান এবং স্কুলের মিড ডে মিলের ব্যাপক দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় বাসন্তীর ঝড়খালিতে হেড়োভাঙা বিদ্যামন্দিরের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সত্যজিৎ মণ্ডল ২ জুলাই কায়েমীস্বার্থবাদীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হন। স্কুলের ছাত্র এবং গ্রামবাসীদের অভিযোগ আর এস পি পরিচালিত ম্যানেজিং কমিটির নেতারাই এই চক্রান্ত। ২ জুলাই রাতে সকলে যখন ঘুমিয়ে আছে সেই সময় হোস্টেল থেকে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে সিঁড়ির রেলিং-এ নাইলনের দড়িতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। এই ঘটনা যাতে প্রকাশ না পায় সেজন্য হত্যাকারীরা সত্যজিতের রুমের সহআবাসিককে শাসিয়ে বলে যায়, প্রকাশ করলে তাকেও হত্যা করা হবে।

নিহত ছাত্রের বাড়িতে কথা বলছেন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। ডাইনে - প্রতিবাদী মিছিলে সত্যজিৎ মণ্ডলের সহপাঠীরা

খুনের জন্য দায়ী।

এই নৃশংস হত্যার খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে যান জয়নগরের এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডল। তাঁকে গ্রামবাসীরা জানান, এই স্কুলে প্রায় ৯০০ জন ছাত্রের জন্য মিড ডে মিল বরাদ্দ। কিন্তু খাবারের মান এত খারাপ যে ১৫০-২০০ জনের বেশি কেউ খাবার খেত না। রান্নাও হয় ঐ পরিমাণ। ফলে প্রতিদিন কমবেশি ৭০০ জনের খাবারের টাকা প্রকাশ্য দিবালোকে লোপাট হয়ে যাচ্ছে। ছাত্ররা এই পুকুরচুরি মেনে নিতে পারছিল না। পারছিলেন না অভিভাবকেরাও। তাদের মধ্যে ক্ষোভের আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলছিল। কিন্তু আর এস পি-র সন্ত্রাসের ভয়ে কেউই প্রতিবাদ করতে সাহস পাচ্ছিল না।

অবশেষে এগিয়ে এল কিশোর সত্যজিৎ মণ্ডল। ৩০ জুন ক্লাস বয়কট করে প্রতিবাদ জানাল দিনে দুপুরে এই প্রকাশ্য ডাকাতির। আর তখন থেকেই শুরু হল উপর্যুপরি হুমকি। শুধু হুমকি দিয়ে তারা ক্ষান্ত হয়নি, চুরির এই পথ নিষ্কণ্টক রাখতে শুরু হল সত্যজিৎকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার

এই নৃশংস হত্যা গ্রামবাসীদের ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়। ৩ জুলাই দুই সহস্রাধিক গ্রামবাসী মৃতদেহ আটকে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায়। পরে বিশাল পুলিশবাহিনী এসে মৃতদেহ তুলে নিতে সক্ষম হয়। স্কুল পরিচালন সমিতির সম্পাদককে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। সাংসদ তরুণ মন্ডল বাসন্তী থানার এসপিকে ফোন করে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান। এস ইউ সি আই (সি) ঝড়খালিতে ৪ জুলাই বনধের ডাক দেয়। এবং তা সর্বাত্মক সফল হয়। ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও ৫ জুলাই বাসন্তী ব্লকে ছাত্রধর্মঘট এবং সারা রাজ্যে শোক দিবস পালন করে।

স্কুলের ছাত্ররাও তাদের এই প্রতিবাদী বন্ধুর শোকবেদি স্থাপন ও নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে ক্লাস বয়কট করে। বাসন্তীর দু'টি স্কুল থেকে ছাত্ররা এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে মিছিল করে বাসন্তী থানায় বিক্ষোভ দেখায় এবং দোষীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায়। সংগঠনের দঃ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুশান্ত ঢালীর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল ওসির কাছে দাবিপত্র পেশ করে। জেলা সম্পাদক রামকুমার মণ্ডল বলেন, এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে অন্দোলন চলবে।

৫ জুলাই কলকাতার এসপ্ল্যানেডে সত্যজিৎ স্মরণে এ আই ডি এস ও শোকবেদি স্থাপন করতে গেলে তৃণমূল সরকারের পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এস এন ব্যানার্জী রোড ধরে দুই শত ছাত্রছাত্রীর এক মিছিল এসপ্ল্যানেডের দিকে এগোতেই পুলিশ বিনা প্ররোচনায় তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। এ আই ডি এস ও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড কমল সাঁই বলেন, আজ যখন ছাত্র যুবকদের একটি বড় অংশ আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থসর্বস্বতায় নিমগ্ন, তখন সত্যজিৎ মণ্ডলের মতো প্রতিবাদী কিশোরেরা সমাজের সম্পদ। এদের আমরা রক্ষা করতে পারছি না। সমাজের এ এক অপূরণীয় ক্ষতি। অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে এবং শোকমিছিলে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে ৫-১১ জুলাই এ আই ডি এস ও রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন করে।

সত্যজিতের বাড়ি ক্যানিং-এর ফুলকাটি গ্রামে। তার বাবার সঙ্গেও দেখা করেন সাংসদ তরুণ মণ্ডল। পুত্রহারা বাবা বলেন, আমার ছেলেকে ওরা খুনই করেছে। ও আত্মহত্যা করতেই পারে না। আত্মহত্যার কোনও কারণই ঘটেনি। দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত একটা প্রভাবশালী চক্র ওকে খুন করেছে এবং আত্মহত্যা বলে চালাতে চাইছে। দঃ ২৪ পরগণার পুলিশও একে আত্মহত্যা বলছে। ৭ জুলাই সাংসদ তরুণ মণ্ডল স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে দেখা করে সি আই ডি তদন্ত দাবি করেছেন।

পরিষেবা ক্ষেত্রে পিপিপি মডেল জনবিরোধী

পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিতে পিপিপি নীতি কার্যকর করার সরকারি পরিকল্পনার প্রতিবাদে ৬ জুলাই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু এক বিবৃতিতে বলেন,

কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাজ্য সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন-সংবহন-বণ্টন, জলশোধন, পানীয় জল সরবরাহ, নিকাশি, পয়ঃপ্রণালী, রাস্তা, সেতু প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা ক্ষেত্র এবং সামাজিক পরিকাঠামোগুলি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাইভেট-পাবলিক-পার্টনারশিপ (পিপিপি) নীতি ঢালাওভাবে কার্যকর করতে চলেছে বলে জানা গেছে। আমরা সরকারের এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করছি।

আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি, যে সব ক্ষেত্রগুলি বিনামূল্যে বা সুলভে জনগণকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য পরিপূর্ণভাবে সরকারি দায়িত্বে পরিচালিত হত, সেই সব পরিষেবা কংগ্রেস ও বিজেপি-র মতো দেশের ধনকুবের গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলি ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিণত করে ব্যবসাদারদের হাতে তুলে দেওয়ার নীতি কার্যকর করে আসছে। সেই নীতিগুলিকেই গরিব মানুষের স্বার্থের কথা বলতে বলতে এ রাজ্যে বিগত সি পি এম সরকার কার্যকর করেছে, যার ফলে এ রাজ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ক্রমাগত দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে, জনগণের ট্যাক্সের টাকায় গড়া পরিকাঠামোর সহায়তা দিয়ে প্রাইভেট মালিকদের মুনাফা লোটার ব্যবস্থা হয়েছে। আজ সরকারের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিতে গরিব মধ্যবিত্ত মানুষের উপর বিগত সরকারের চাপানো ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপের বিন্দুমাত্র লাঘব হল না। বরং বর্তমান রাজ্য সরকার পি পি পি নীতি পরিষেবা ও পরিকাঠামো নির্মাণের ব্যাপকতম ক্ষেত্রে কার্যকর করার মধ্য দিয়ে জনগণকে বিপুল আর্থিক বোঝা বহনের দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিতে চলেছে, যা আর্থিক সঙ্কটে বিপর্যস্ত এ রাজ্যের মানুষ কোনওমতেই মেনে নিতে পারে না। এই ধরনের জনবিরোধী পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে রাজ্য সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি। একই সাথে পি পি পি নীতি কার্যকর করা থেকে রাজ্য সরকারকে নিরস্ত করতে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলে সংঘবদ্ধ, দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

মস্কো মুসোলিয়াম থেকে মহান লেনিনের সংরক্ষিত দেহ সরানোর নয়া ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে সামিল হয়ে স্বাক্ষর দিন —
www.handsofflenin.org
ওয়েব লিঙ্কে

ডিজিটাল গণদাবী সংগ্রহ করুন

গণদাবী পত্রিকার ১৯৪৮ সালের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে ২০০২ সালে ৫৪ বর্ষ শেষ সংখ্যা পর্যন্ত সকল সংখ্যা ডিজিটাল করা হয়েছে অর্থাৎ প্রতিটি সংখ্যা পি ডি এফ ফরম্যাটে ফাইল করে ডি ভি ডি-তে তোলা হয়েছে। কম্পিউটারে এই ডি ভি ডি চালিয়ে যে কোনও বর্ষের যে কোনও সংখ্যা দেখা ও পড়া যাবে, প্রয়োজনে প্রিন্টও বের করা যাবে।

গণদাবী দপ্তরে যোগাযোগ করে দ্রুত এই ডি ভি ডি সংগ্রহ করুন।

পরিচারিকাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, চিকিৎসা ও বার্ধক্য ভাতা, সন্তানদের বিনামূল্যে শিক্ষা, সমিতির রেজিস্ট্রেশন, ন্যূনতম মজুরি ও সাপ্তাহিক ছুটির দাবিতে এবং পরিচারিকা হত্যার প্রতিবাদে

পরিচারিকাদের বিক্ষোভ ডেপুটেশন

১৮ জুলাই, বুধবার, বেলা ১টা
জমায়েত ঃ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in